গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
www.fireservice.gov.bd

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহণে (দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক) অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	লে: কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সভার তারিখ	:	১৩.১২.২০২২ খ্রিঃ
সময়	:	১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেঃ কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসিসহ সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) জনাব ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান, সভাপতি, বাংলাদেশ গ্রীন বিল্ডিং একাডেমি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ এ বহুতল ভবন এর সংজ্ঞায় যে উচ্চতা বিষয়ক পার্থক্য রয়েছে, তার ব্যাপারে সুরাহা হয়েছে কিনা? এছাড়া বিএনবিসি-২০, বিএসটিআই, আইএসও নীতিমালায় ফায়ার এক্সটিংগুইসার এর ব্যাপারে কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা কোনটা অনুসরণ করব?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, "অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন-২০০৩ এবং বিএনবিসি-২০২০ অনুযায়ী বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের যে উচ্চতা বিষয়ক পার্থক্য রয়েছে তা সমাধানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া বিএনবিসি-২০, বিএসটিআই, আইএসও নীতিমালায় ফায়ার এক্সটিংগুইসার এর ব্যাপারে যেসকল ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের জন্য নকশা অনুমোদন এবং ভবন/ইমারত নির্মাণ শেষে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী জননিরাপত্তা সংক্রান্ত অগ্নিনির্বাপণী সরঞ্জাম স্থাপন করে ফায়ার সার্ভিস হতে ভবন ব্যবহারের অনুমোদন সনদ নিতে হয়।

(খ) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, উপপরিচালক, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জানান যে, ইউনিয়ন ও স্কুল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কোন কার্যক্রম আছে কিনা এ বিষয়ে তিনি মতামত জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক থানা/ইউনিয়ন/স্কুল/কলেজ/সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ভবন ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ভে, মহড়া, ড্রিল ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(গ) জনাব মোঃ তামজিদ, এ্যাসিসটেন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ যেকোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিক সাড়াপ্রদান করে সেবা দিয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কার্যক্রম মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে আনা যায় কিনা, এ বিষয়ে তিনি জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ ও বীরত্বপূর্ণ কাজে অসামান্য অবদান রাখেন। এসকল কার্যক্রম ও অগ্নিনির্বাপণী কৌশলসমূহ মাদ্রারাসা, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের এ কৌশলসমূহ জানানো সহজ হবে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পোস্ট গ্রাজুয়েশন (পিজিডি) কোর্স চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর সাধারণ শিক্ষার্থীগণ গ্রাজুয়েশন করতে পারবেন।

(ঘ) মোঃ ইফতেখার হোসেন, বিকেএমইএ, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন সময় অংশীজনের সভার আয়োজন করে থাকে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অংশীজনের সভা বছরে কতবার করতে হয় এবং প্রশ্ন ও প্রশ্নের সমাধানসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবগত করা হয় কিনা?

চলমান-২

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি জানান যে, গত ২৩/০৬/২০২২ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ স্বাক্ষরিত হয়। এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্টেক হোল্ডার/ সেবা গ্রহিতাদের সমন্বয়ে ০৪টি করার অংশীজনের সভার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যা পর্যায়ক্রমে সবগুলোই বাস্তবায়ন করা হবে। তাছাড়া এসকল অংশীজনের সভার আলোচ্য সূচিসমূহ রেজুলেশন আকারে গৃহীত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা নিয়ামিত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়ে থাকে।

(ঙ) মোঃ নূর আলম উসমানী, ঠিকাদার, আহনাফ এন্টার প্রাইজ, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর সচেতনতা বৃদ্ধির প্রোগ্রামে জনপ্রতিনিধি (মেয়র, কমিশনার, কাউন্সিলর) কে অর্ন্তভূক্ত করা যায় কিনা? এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অপারেশন উইং এ ফায়ারফাইটিং হেলিকপ্টার ও ফায়ার ফাইটিং রোবট অর্ন্তভূক্ত করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নিজেদের সদা প্রস্তুত রাখে এবং জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন সীতাকুণ্ড অগ্নিকান্ডে আমাদের ১৩ জন ফায়ারফাইটার তারা তাদের জীবন আত্মহুতি দিয়েছেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের প্রতিটি ফায়ার স্টেশন কর্তৃক অগ্নিপ্রতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ নিয়মিত পরিচালনা হয়ে থাকে এবং ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষন, মহড়া ড্রিল ইত্যাদি কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিগণ (মেয়র, কমিশনার, কাউন্সিলর) সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন। অপারেশনাল কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু অগ্নিনির্বাপণের স্বার্থে ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তর এর অপারেশন উইং এ ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টার সরবরাহেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) জনাব আব্দুল আলীম, ভলান্টিয়ার, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বর্তমান সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং আমি একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি প্লাষ্টিক/ কেমিক্যাল কারখানায় অগ্নিকান্ড সংঘঠিত হয়ে থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পেতে অধিদপ্তরের কোন নির্দেশনা রয়েছে কিনা? এছাড়া আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের যে কোন দুর্ঘটনায় খবর দেয়ার জন্য স্টেশন পর্যায়ে ব্যবস্থা আছে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার যে কোন দুর্ঘটনায় একসাথে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। কিন্তু কেমিক্যাল কারখানায় ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতের সর্বোচ্চ দিক বিবেচনা করে লাইসেন্স প্রদান করে থাকি এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থা যথাযথ না হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। তাছাড়া কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের সকল দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের নিমিত্ত সংশিষ্ট ফায়ার স্টেশনের সকল ভলান্টিয়াদের নিয়ে একটি গ্রুপ খোলা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তারা এ গ্রুপ থেকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে থাকে।

(ছ) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ফায়ার সেফটি সেল, বিজিএমইএ, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স, সেফটি প্লান, এনওসি প্রদান করা হয়ে থাকে। যা অত্যন্ত কার্যকারী ও যুগোপযোগী। ফায়ার লাইসেন্স, সেফটি প্লান ও এনওসি বাস্তবায়নের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বহুলাংশে অগ্নি ঝুকি হ্রাস পেয়েছে। এসকল লাইসেন্স প্রাপ্তিতে কোন টাইম ফ্রেম রয়েছে কিনা, তিনি এ সম্পর্কে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স, সেফটি প্লান, এনওসি প্রদান করা হয়। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ফায়ার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে ৯০ (নব্বই) দিন এবং সেফটি প্লান, এনওসি এসকল সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা ৩০ (ত্রিশ) দিন উল্লেখ রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এসকল সেবাসমূহ যথাসময়ে প্রদান করে থাকে। তবে যেসকল প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থার ত্রুটি রয়েছে সেকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসমূহ সংশোধনপূর্বক এসকল লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

চলমান-৩

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	ভলান্টিয়ারদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক সতেজকরণ কোর্স প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
২.	অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণী কৌশলসমূহ স্কুল ও কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
৩.	অগ্নিনিরাপত্তার স্বার্থে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণী বিষয়ক সচেতনতার লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবনসহ অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে মৌলিক প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা আরো জোরদার করা হবে;	পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)
৪.	অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণী বিষয়ক সচেতনতার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা আরো জোরদার করা হবে;	পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)

সমাপনী বক্তৃতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে মতামত নেয়া হয়েছে। আপনাদের গ্রহণযোগ্য মতামত বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করবে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং দেশের জানমাল রক্ষাসহ সকলের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান। তাছাড়া ফায়ার সার্ভিস সংশ্লিষ্ট যেকোনো তথ্য অন/অফ লাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারি বিধি মোতাবেক সংগ্রহ করতে পারবেন। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/১২/২২

লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি
পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) (অঃ দায়িত্ব)

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৩৯.০০১.২২- ১৬৭৭০

তারিখ : ১৩/৯/২৯ ব.
২৮/১২/২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১. অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২. পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)/ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)/ (উন্নয়ন)/(পরিকল্পনা কোষ)/ (অ্যাম্বুলেন্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ....বিভাগ,..................................(সকল)।
৫. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (ওয়্যারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন)/ (ক্রয় ও স্টোর)/ (অপারেশন)/(উন্নয়ন)/ (প্রশিক্ষণ)/(পরিকল্পনা কোষ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
৭. সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

২৮/১২/২০২২

মোঃ জসীম উদ্দিন, পিএফএম
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)